লকডাউন পর্বে বিদ্যার্থীদের জন্যে পাঠ-সহায়ক

ড. মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ , আসানসোল গার্লস কলেজ

বিষয়

উড্র উইলসনের ১৪দফা নীতি – একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

HE WAS BOUND TO GET IN WRONG
[The infants presented to the umpire are labeled to represent the various claims of English, French, Italian, Polish, Russian, and even the enemy]
(From the *News* (Detroit, Mich.)

স্রষ্টা -Burt Randolph Thomas

প্রকাশক - *The Detroit News* in *Review of Reviews*, Vol. 59, No. 6

তারিখ-June 1919

https://hti.osu.edu/opper/lesson-plans/wilsons-14-points/images/he-was-bound-to-get-it-wrong

প্রথম মার্কিন সৈন্যদল ফ্রান্স এ ১৯১৭ এর জুন মাসে যুদ্ধে নামে।এই সময়ের থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সাথে সরাসরি ভাবে জড়িয়ে যায়। যার সমাপ্তি হয় প্যারিসের সম্মেলন এর মাধ্যমে(১৯১৯)। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এক বাণীতে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম রাষ্ট্রপতি **উড্র উইলসন** (জন্ম: ডিসেম্বর ২৮, ১৮৫৬ – মৃত্যু: ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯২৪) তার প্রসিদ্ধ চৌদ্দ দফার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। প্যারিস শান্তি সম্মেলন, যা ভার্সাই শান্তি সম্মেলন নামেও পরিচিত, ১৯১৮ সালের যুদ্ধসন্ধি অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে আয়োজিত একটি সম্মেলন যেখানে ৩২টিরও বেশি দেশের কূটনীতিকরা যোগদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত অক্ষশক্তির জন্য শর্তাবলী তৈরির উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে লীগ অফ নেশনসের সৃষ্টি সিধান্ত, যার সাথে জুড়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম।ইউরোপে ১৯১৮ সালে ডিসেম্বরে উড্র উইলসনের আসার আগে যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন রাষ্ট্রপতি মেয়াদকালীন সময়ে ভ্রমণ করেননি সেখানে। উইলসন প্রস্তাবিত ১৪ দফা ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি জার্মানি ও অটোমান সাম্রাজ্যসহ এর মিত্রদের অনেকেরই মন ও হৃদয় জয় করে নীটে সক্ষম হয়েছিল বলা চলে।
অনেকে মনে করেন উইলসনের কুশলী কূটনীতি এবং ১৪ দফাই মূলত যুদ্ধবিরতির পরিস্থিতি তৈরি করে যার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটায়। উইলসন অনুভব করেছিলেন বিশ্বমানবতার পক্ষ হয়ে শান্তি আলোচনার জন্য তাঁর ভূমিকা রাখা উচিত। উইলসনের ১৪দফা শেষ পর্যন্ত **সার্বিক** স্বীকৃতি লাভ করতে ব্যর্থ হয় কারণ ফ্রান্স ও ব্রিটেন এর কিছু দফা এবং মূলনীতি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে অংশগ্রহণ করেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফা নীতির উপর ভিত্তি করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শান্তির কথা ভেবে ছিল যা অন্যান্য অনেক দেশ মেনে নিতে পারেনি বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এটি সম্পূর্ণভাবে মানতে পারেনি এবং সেকারণে ভার্সাই চুক্তির মধ্যে উড্রো উইলসনের ১৪ টি নীতি কে সেই ভাবে মান্যতা দেওয়া হয়নি।

আমেরিকা যেভাবে পৃথিবী কে দেখতে চেয়েছিল এবং যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শান্তির বাতাবরণ কে গড়ে উঠতে দেখতে চেয়েছিল তার একটি নিদর্শন উড্রো উইলসনের ১৪ টির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে।এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ই এইচ কার এটা স্পষ্টতই বলেছেন যে ভার্সাই এর শান্তি চুক্তির প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পুরোপুরি একমত ছিল না তা তাদের এই ১৪ দফা নীতির মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনটি আন্তর্জাতিক প্রবণতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন । গোপন কূটনীতি, জাতীয় স্বার্থের অবমাননা এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এক্ষেত্রে বর্জনীয় বলে তিনি মনে করতেন। এগুলোকে তিনি বলতেন রাষ্ট্র আদর্শের বিচ্যুতি তাই তিনি মনে করতেন গোপন কূটনীতির বদলে খোলামনে পারস্পরিক আলোচনা দরকারি।তার বিখ্যাত ১৪ দফা নীতির মধ্যে এই ভাবনাটিই প্রকাশিত হয়েছিল।
নীতিগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে নিম্নরূপ ছিল:
১. গোপন কূটনীতির বদলে খোলামেলা আলোচনা ও সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়।
২.উপকূল ছাড়া সমুদ্রের বাকি অংশকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা।
৩.আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশের স্বার্থে অর্থনৈতিক বাধা দূর করা।
৪.প্রতিটি দেশেই আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অস্ত্র সম্ভার কমিয়ে আনা।
৫.উপনিবেশ বাসীর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ঔপনিবেশিক নীতির পুনর্মূল্যায়ন করা।
৬.রাশিয়ার হারানো অংশ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া।

৭.সার্বভৌম বেলজিয়ামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটানো।
৮.অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।
৯.বলকান অঞ্চলের পুনর্গঠন করা।
১০.ফ্রান্সের আক্রান্ত অঞ্চল গুলিকে পুনরুদ্ধারের জন্য নীতি গ্রহণ করা।
১১.তুরস্কে বসবাসকারী অমুসলিম জনগণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা।
১২.ইতালি অধ্যুষিত অঞ্চল গুলি কে চিহ্নিত করে ইটালি সীমানার পুনর্বিন্যাস ঘটানো।
১৩.স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা।
১৪. বিভিন্ন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক ঐক্য সার্বভৌমত্ব সীমানার পবিত্রতাকে নিশ্চিত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা।

উইলসনের এই চৌদ্দটি নীতির মধ্যে প্রথম, চতুর্থ,পঞ্চম নীতিকে ভার্সাই চুক্তি সরাসরি ভাবে অস্বীকার করেছিল। যেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল এই ১৪ দফা নীতি মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে কিছুকাল স্থায়ী হওয়া জাতিসংঘের বা লীগ অব নেশন এর প্রতিষ্ঠাতার সূত্রপাত ঘটেছিল। উইলসন এর চৌদ্দটি নীতির মধ্যে দিয়ে তার মনোভাবকে ঐতিহাসিকরা বোঝার চেষ্টা করেছেন। মধ্য ইউরোপের ঐতিহ্যগত সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি এই চৌদ্দ দফা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যত তখনই সম্ভবপর হবে যখন পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে জার্মানিতে যে সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা তিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করেন নি। উইলসন মনে করেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাশিয়ার রাজা তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিষয়টিকে সন্তোষজনক হবে না। গ্যাথোর্ন হার্ডি (C D M Gathorne Hardy) এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে তার মতে উইলসনের এই জাতীয় ঘোষণায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইউরোপের অনেক জায়গাতেই এক নতুন সরকারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যার সঙ্গে অতীতের কোনরকম সঙ্গতি ছিল না ।উইলসনের বক্তব্যের মধ্যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার টি অবশ্যই একটি এক বড় আলোড়ন এর সূচনাও করেছিল।

এসব সত্ত্বেও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে আদর্শের প্রবর্তন করেছিলেন তা কিছুটা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়েছিল। এই কারণে উইলসনের আদর্শবাদের সমালোচনা করে গ্যাথোর্ন হার্ডি বলেছেন যে শান্তি চুক্তি প্রণেতারা যেসব ক্ষেত্রে আদর্শ নীতি বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সেই সব ক্ষেত্রেই বড় বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে এজন্য পুরোপুরিভাবে উইলসন কে দায়ী করা যায় না কারণ উইলসনের ১৪ দফা নীতি অনেক আগে থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্যে জাতিগুলি সোচ্চার হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যগত শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন ।বলা হয়ে থাকে যে প্যারিসে মিত্র বর্গের উপস্থিতির আগেই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ভাঙ্গনের বিষয়টি কার্যত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ।তবে উইলসন ও মিত্র বর্গের নেতাদের ঘোষণা এইসব গোষ্ঠীগুলোকে উৎসাহিত করেছিল এটা মানার যথেষ্ট হেতু আছে । অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ভাঙ্গন অনিবার্য হলেও স্বেচ্ছায়

বিষয়টি মেনে নেওয়া এবং তাদের ওপর শান্তি শর্ত হিসেবে বিষয়টি আরোপ করা এই দুইয়ের মধ্যে এক প্রধান তফাৎ অবশ্যই থেকে যায় এবং এই দিক থেকে দেখলে উইলসন এর দায়িত্ব কে অস্বীকার করা চলে না। সমালোচনা সত্ত্বেও এটা বলাই যেতে পারে যে উইলসনের ১৪ দফা নীতি সূত্র ধরে এক নতুন ধরনের শান্তির ভাবনার পথে এগোতে পেরেছিল যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অনেক বিশ্লেষক , ঐতিহাসিক এটা মনে করেন যে ইউরোপের অনেকগুলি জাতিরাষ্ট্র যেরকম পোল্যান্ড চেকোস্লোভাকিয়া হাঙ্গেরি রোমানিয়া প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল উইলসনের শর্তগুলো দৌলতেই। আবার অনেকে ওই নীতির অকার্যকরতা স্বীকার করে নিয়ে তার দায় মার্কিন কূটনীতিকদের অদক্ষতার উপরে চাপিয়েও দেন।তবে উড্রো উইলসনের দীর্ঘমেয়াদী শান্তির ভাবনা অনেকাংশেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল আপাত নিরাপত্তাকামী স্বার্থপর রাজনীতির কাছে। ফ্রান্সের মত অনেক দেশই বেশি সচেষ্ট ছিলেন আপাতভাবে কি করে জার্মানিকে আরও বেশি ভাবে দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে কোন প্রত্যাঘাতএর সম্ভাবনা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টিতে। যুদ্ধের পরবর্তী কালের ইউরোপের রাজনীতিতে শক্তিসাম্য সম্ভবপর হয়নি ,রাজনৈতিক স্থিতি ও দূরের কাহিনী হয়ে উঠেছিল। বিশ্ব ব্যবস্থা প্রশ্নে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সব ব্যাপারে একমত হতে যেমন পারেনি, তেমন আমেরিকা তখনও বিচ্ছিন্নতা নীতির মোহতেই আচ্ছন্ন ছিল।ফ্রান্স নিরাপত্তার স্বার্থে স্থিতি চেয়েছিল কিন্তু অবদমিত জার্মানি তা চায়নি। আবার ক্ষতিপূরণ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে কঠোর থাকতে পারেনি ইঙ্গ-ফরাসি পক্ষ। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা হয়ে পড়েছিল কল্পনার বিষয়। আর জাতিসংঘ সেই কল্পনার সময়টিতে ১৯৩৬ সাল অব্দি বেঁচে ছিল উইলসনের ১৪ দফা নীতি হাত ধরে।

Source:

E.H. CARR, International Relations between the Two World Wars, 1919-1939, Macmillan, 1973.

আলোক কুমার ঘোষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব(১৮৭০-২০০৬),প্রগেসিভ পাবলিশার্স , কলকাতা, ২০০৭।

এ জে পি টেলর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা, (**The Origins of the Second World War**

গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, অনুবাদক আরশাদ আজিজ), প্রতীক, ঢাকা, ২০১২।